বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত 'বিশেষ কমিটি'র

রিপোর্ট

এপ্রিল, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত 'বিশেষ কমিটি'র

রিপোর্ট

মাননীয় স্পীকার

আসসালামু আলাইকুম, আজ আমার জন্য একটি বিশেষ দিন। প্রথমত আমি আজই প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পেয়েছি। দ্বিতীয়ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে গঠিত বিশেষ কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করছি।

২। মাননীয় স্পীকার

আপনি অবগত আছেন যে, ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস হতে ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ সরকারের লাগামহীন দলীয়করণ, দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করে বিরোধীমত দমন, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড সংঘটন, দেশের অর্থ বিদেশে পাচার ও লুটপাট নীতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির মহোৎসব তৈরি, জনগণের বাক স্বাধীনতা ও ভোটাধিকার হরণ করে জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিপন্নকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণকে শঙ্কিত ও আতঙ্কিত করে তোলে। দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ ও বিচারহীনতার ফলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে দেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। যা এক পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ফ্যাসিবাদী শাসন ও কুশীলবরা পরাজিত হয়ে দেশ ত্যাগ করে পলায়নে বাধ্য হয়। ফলে দেশে সৃষ্টি হয় এক মহাশূন্যতা। এ শূন্যতা পূরণে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ও ছাত্র-জনতা মিলে ড. মুহাম্মদ ইউনুস-কে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে। উক্ত অন্তর্বর্তী সরকার ৮ আগস্ট ২০২৪ হতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১৩৩ টি অধ্যাদেশ জারি করে।

৩। মাননীয় স্পীকার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিগত ১২ মার্চ, ২০২৬ তারিখের বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৬৬ বিধি অনুযায়ী মাননীয় সংসদ নেতার পক্ষে জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, চীফ হুইপ-এর প্রস্তাবক্রমে আমাকে সভাপতি করে ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। গত ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে সংসদের বৈঠকে মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর

প্রস্তাবক্রমে ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে সংসদে উত্থাপিত উক্ত ১৩৩টি অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইপূর্বক রিপোর্ট পেশ করার নিমিত্ত সংসদ কর্তৃক এ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

৪। বিশেষ কমিটির মাননীয় সদস্যগণ নিম্নরূপ :

ক্র.নং	মাননীয় সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১.	জনাব জয়নুল আবেদীন	১২১ বরিশাল-৩	সভাপতি
২.	মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	১৮১ ঢাকা-৮	সদস্য
৩.	জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ	২৯৪ কক্সবাজার-১	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম	১১০ বরগুনা-২	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	৮১ ঝিনাইদহ-১	সদস্য
৬.	ড. মুহাম্মদ ওসমান ফারুক	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩	সদস্য
৭.	জনাব এ.এম.মাহবুব উদ্দিন	২৬৮ নোয়াখালী-১	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ আব্দুল বারী	৩৫ জয়পুরহাট-২	সদস্য
৯.	জনাব মুহাম্মদ নওশাদ জমির	১ পঞ্চগড়-১	সদস্য
১০.	ফারজানা শারমীন	৫৮ নাটোর-১	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান	৫২ রাজশাহী-১	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান	৬৫ সিরাজগঞ্জ-৪	সদস্য
১৩.	জনাব জি, এম, নজরুল ইসলাম	১০৮ সাতক্ষীরা-৪	সদস্য

৫। মাননীয় স্পীকার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির সভাপতি হিসাবে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২১১ বিধির (১) উপ-বিধি অনুযায়ী কমিটির রিপোর্ট এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

৬। মাননীয় স্পীকার

কমিটি বিগত ২৪-০৩-২০২৬, ২৫-০৩-২০২৬ ও ২৯-০৩-২০২৬ তারিখে বৈঠকে মিলিত হয়ে অধ্যাদেশগুলো প্রণয়নের ভিত্তিসহ অধ্যাদেশগুলোর বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করেন।

৭। মাননীয় স্পীকার

অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাইকালে কমিটির মাননীয় সদস্য মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, ১৮১ ঢাকা-৮ অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাছাড়া কমিটির আমন্ত্রণে মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান, ৬৮ পাবনা-১ বৈঠকে উপস্থিত হয়ে কমিটিকে তার মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

৮। মাননীয় স্পীকার

অধ্যাদেশগুলো আলোচনা শুরুর প্রারম্ভে কমিটি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, গত ৫৫ বছরের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বীর শহিদদের প্রতি। বিশেষ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিগত ১৬ বছরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে যাঁরা শহিদ হয়েছেন এবং গুম-খুনের শিকার হয়েছেন তাঁদের প্রতি এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী শাসনের জগদ্দল পাথর জাতির বুক থেকে সরাতে গিয়ে যেসকল লড়াকু কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা তাঁদের বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়েছেন সে সকল শহীদদের এবং আহতদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। কমিটি গভীর দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আপসহীন নেত্রী, তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়াকে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

৯। মাননীয় স্পীকার

কমিটিতে প্রেরিত অধ্যাদেশগুলো আলোচনাকালে অধ্যাদেশগুলো কী প্রয়োজনে প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে তা জানার জন্য কমিটি অধ্যাদেশগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। আমন্ত্রিত সচিবগণ কমিটির বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন ও কমিটির বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করে কমিটিকে সহায়তা করেন।

১০। মাননীয় স্পীকার

কমিটির মাননীয় সদস্যগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদ এবং কমিটিতে আমন্ত্রিত অতিথিগণের মতামত, জনস্বার্থ, জনগুরুত্বসম্পন্ন এবং সরকারের ধারাবাহিকতার বিষয়গুলি সম্যক বিবেচনায় এনে সংসদে উত্থাপিত এবং এ কমিটিতে প্রেরিত ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৮টি অধ্যাদেশ উত্থাপিত আকারে (সংলাগ-'ক'), ১৫টি অধ্যাদেশ সংশোধিত আকারে (সংলাগ-'খ') সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংসদে বিল উত্থাপনের জন্য সুপারিশ করে। বাকি ২০টির মধ্যে ১৬টি অধ্যাদেশ সংসদে এখনই বিল আকারে উত্থাপন না করে পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই করে অধিকতর শক্তিশালী করে নতুন বিল উত্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে (সংলাগ-'গ') এবং ৪টি অধ্যাদেশ রহিতকরণ ও হেফাজতের জন্য এখনই সংসদে বিল আনয়নের সুপারিশ করা হয়েছে (সংলাগ-'ঘ')।

১১। মাননীয় স্পীকার

বিশেষ কমিটিতে বিরোধীদলের মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, ৫২ রাজশাহী-১; জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, ৬৫ সিরাজগঞ্জ-৪ এবং জনাব জি, এম, নজরুল ইসলাম, ১০৮ সাতক্ষীরা-৪ সংলাগ-'ক' এ উল্লিখিত ৫টি অধ্যাদেশে, সংলাগ-'খ' এ উল্লিখিত ২টি অধ্যাদেশে, সংলাগ-'গ' এ উল্লিখিত ১১টি অধ্যাদেশে এবং সংলাগ-'ঘ' এ উল্লিখিত ৩টি অধ্যাদেশের উপর নোট অব ডিসেন্ট (Note of Dissent) দিয়েছেন। মাননীয় সদস্যদের নোট অব ডিসেন্ট (Note of Dissent) রিপোর্টের সাথে পেশ করা হলো।

১২। মাননীয় স্পীকার

বৈঠকে উপস্থিত থেকে কমিটির রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করার জন্য এ কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দকে ও আমন্ত্রিত সংসদ-সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাছাড়া, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অধ্যাদেশগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ উপস্থিত কর্মকর্তাদের এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিবসহ যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিটিকে সহায়তা প্রদান করেছেন এ কমিটির পক্ষ থেকে আমি তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয়নুল আবেদীন, এমপি
সভাপতি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সংলাগ-'ক'

উত্থাপিত আকারে সংসদে বিল উত্থাপনের জন্য সুপারিশকৃত ৯৮ টি অধ্যাদেশের তালিকা :

ক্রমিক নং	অধ্যাদেশের নাম ও নম্বর	অধ্যাদেশ গজেটে প্রকাশের ও কার্যকরের তারিখ	অধ্যাদেশের বিষয়বস্তু	মন্তব্য
১.	Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance, 2024 (২০২৪ সনের ১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৩ আগস্ট, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৩ আগস্ট, ২০২৪।	বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিল করার জন্য Article 10 এর Clause (5) এর Proviso বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
২.	জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৭ আগস্ট, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৭ আগস্ট, ২০২৪।	বিশেষ পরিস্থিতি ও জনস্বার্থে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণ করার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান এবং তদস্থলে প্রশাসক নিয়োগের বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৩.	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৭ আগস্ট, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৭ আগস্ট, ২০২৪।	বিশেষ পরিস্থিতি ও জনস্বার্থে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান অপসারণ করার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান এবং তদস্থলে প্রশাসক নিয়োগের বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৪.	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৭ আগস্ট, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৭ আগস্ট, ২০২৪।	বিশেষ পরিস্থিতি ও জনস্বার্থে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরদের অপসারণ করার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান এবং তদস্থলে প্রশাসক নিয়োগের বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৫.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৭ আগস্ট, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৭ আগস্ট, ২০২৪।	বিশেষ পরিস্থিতি ও জনস্বার্থে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের অপসারণ করার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান এবং তদস্থলে প্রশাসক নিয়োগের বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে

৬.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৭ আগস্ট, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৭ আগস্ট, ২০২৪।	"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট" নামের পরিবর্তে "জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট" নামকরণে লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৭.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৭ আগস্ট, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৭ আগস্ট, ২০২৪।	পূর্বে ট্যারিফ নির্ধারণ, পুন:নির্ধারণ ও সমন্বয়ে সরকারের ক্ষমতা ছিলো (ধারা ৩৪ক)। উক্ত বিধানটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ দ্বারা বাতিল করা হয়। ফলে ক্ষমতাটি এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের উপর ন্যস্ত হয়। উল্লিখিত উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৮.	বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইয়ছে বলে গণ্য।	এসএসএফ কর্তৃক 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা"-কে নিরাপত্তা প্রদানের বিধান সংযুক্ত হয়। "এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পরিবারের সদস্যগণ" শব্দসমূহ বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্য এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৯.	জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ: ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।	জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন রহিতকরণের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
১০.	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৪ অক্টোবর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৪ অক্টোবর, ২০২৪।	বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার কারণ দর্শানো ব্যতীত ব্যবস্থাপনা পরিচালক অপসারণ ও নিয়োগ, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অপসারণ ও নিয়োগ এবং যে কোন কর্তৃপক্ষের বোর্ড বাতিল করা ও কমিটি গঠন করে কমিটির সদস্যের মাধ্যমে বোর্ডের ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
১১.	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত	গেজেটে প্রকাশ : ১৮ নভেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৮ নভেম্বর, ২০২৪।	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	

	সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ)			
১২.	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৮ নভেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৮ নভেম্বর, ২০২৪।	কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের এইরূপ কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, যেক্ষেত্রে এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দণ্ডের বিধান উল্লেখ নাই, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন (ধারা ৩৫ক) । অপরাধ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে সাজার বিধান প্রণয়নের আইনগত সুযোগ নেই । সুনির্দিষ্ট দ্বণ্ডের বিধান রাখার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
১৩.	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2024 (২০২৪ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৪ নভেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য।	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে সংশোধন এনে বিচার প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণ, আপিল ও তদন্ত প্রক্রিয়া স্পষ্টকরণ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম দ্রুত ও কার্যকর করার বিধান সংযোজন।	
১৪.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৮ নভেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৮ নভেম্বর, ২০২৪।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ আইন, ২০১০ বাতিল/রহিত করে বিশেষ ক্রয় ও দায়মুক্তি সংক্রান্ত বিধান সমাপ্ত করা এবং স্বাভাবিক সরকারি ক্রয় ও জবাবদিহি ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা।	
১৫.	Bangladesh Law Officers (Amendment) Ordinance, 2024 (২০২৪ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য।	Additional Attorney-General or Deputy Attorney-General এর বয়সসীমা শিথিল করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	

১৬.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ০১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ জানুয়ারি, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৯ জানুয়ারি, ২০২৫।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক-সংক্রান্ত বিধান সংশোধন করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা।	
১৭.	The Excises and Salt (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ০২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ জানুয়ারি, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৯ জানুয়ারি, ২০২৫।	Excises and Salt Act, 1944-এর অধীনে outdated excises and salt সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
১৮.	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।	International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
১৯.	বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ০৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।	বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে উল্লিখিত বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা, শেখ হাসিনা ইত্যাদি নামের পরিবর্তে স্থানীয় নামে নামকরণের নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
২০.	শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ০৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।	একাডেমির নাম পরিবর্তনের নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
২১.	শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	গেজেটে প্রকাশ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।	শেখ হাসিনার নাম বাদ দিয়ে একাডেমির নাম পরিবর্তনসহ কতিপয় বিষয় সংশোধনের নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	

	(২০২৫ সনের ০৭ নং অধ্যাদেশ)			
২২.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ০৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।	"বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও" শব্দগুলি বাদ দিয়ে একাডেমির নাম পরিবর্তনসহ কতিপয় বিষয় সংশোধনের নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
২৩.	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ০৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২০ মার্চ, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২০ মার্চ, ২০২৫।	"বঙ্গবন্ধু" শব্দটি বাদ দিয়ে ট্রাষ্টের নাম পরিবর্তনসহ কতিপয় বিষয় সংশোধনের নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
২৪.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২০ মার্চ, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২০ মার্চ, ২০২৫।	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" শব্দগুলি বাদ দিয়ে নভোথিয়েটারের নাম পরিবর্তনসহ কতিপয় বিষয় সংশোধনের নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
২৫.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৩ এপ্রিল, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০২৫।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এ উল্লিখিত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
২৬.	শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৩ এপ্রিল, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০২৫।	"শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা" শব্দগুলির পরিবর্তে "খুলনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
২৭.	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (সংশোধন) অধ্যাদেশ,	গেজেটে প্রকাশ : ১৩ এপ্রিল, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০২৫।	"বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	

	২০২৫ (২০২৫ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশ)			
২৮.	পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৫ এপ্রিল, ২০২৫।	'ক' ও 'খ' তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর হলে, উক্ত হস্তান্তরগ্রহীতার মালিকানা, স্বত্ব ও স্বার্থ বৈধভাবে অর্জিত হয়েছে বলে গণ্য হবে; হস্তান্তরগ্রহীতা বা তার ওয়ারিশগণ নামজারি করতে পারবে- এমন বিধান হয়েছে, যা যৌক্তিক। পরিত্যক্ত বাড়ি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বোর্ডের গঠন ও পদবিন্যাসে পরিবর্তন আনার জন্য এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
২৯.	সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৪ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৪ মে, ২০২৫।	এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সুস্পষ্ট করা এবং সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এতে ব্যয়, রাজস্ব, ভান্ডার ও মজুত, সম্পদ ও দায়, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা এবং মিতব্যয়িতা-দক্ষতা-ফলপ্রসূতা (performance audit) নিরীক্ষার ক্ষমতা স্পষ্ট করা হয়েছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন এবং পরবর্তীতে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার বিধান রয়েছে। বাজেট ব্যয়ে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্বীকৃত হলেও সাংগঠনিক কাঠামো, পদসৃজন ও কিছু প্রশাসনিক বিষয়ে সরকারের অনুমোদন আবশ্যক রাখা হয়েছে।	
৩০.	Code of Civil Procedure (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৮ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৮ মে, ২০২৫।	Mandatory Affidavit, Digital Summons, Reduced Adjournments, Increased Fines for false cases, No Separate Execution case ইত্যাদি বিষয়সমূহ সংযোজন করার উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৩১.	International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 2025	গেজেটে প্রকাশ : ১০ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১০ মে, ২০২৫।	International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এ "Organization" এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তকরণ ও উক্ত Organization কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের শাস্তির বিধান করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	

	(২০২৫ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ)			
৩২.	গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১২ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১২ মে, ২০২৫।	"ভূমিহীন" শব্দের সাথে "বিত্তহীন" যুক্ত করে উপকারভোগীর পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। শেয়ার কাঠামোতে ১০% সরকার ও ৯০% ঋণগ্রহীতা (শেয়ারহোল্ডার) নির্ধারণ করে সদস্যভিত্তিক মালিকানা জোরদার করা হয়েছে। বোর্ড পুনর্গঠন করে ৯ জন নির্বাচিত পরিচালক ও ৩ জন বিশেষজ্ঞ মনোনীত পরিচালকের বিধান রাখা হয়েছে; চেয়ারম্যান মনোনীত পরিচালকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগে বাছাই কমিটি, বয়সসীমা ৬৫ পর্যন্ত বর্ধিত করার সুযোগ এবং পদত্যাগ/কার্যকাল সংক্রান্ত বিধান স্পষ্ট করা হয়েছে। বন্ড/ডিবেঞ্চার ইস্যু বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনসাপেক্ষে করা যাবে। ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুযায়ী নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৩৩.	জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১২ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১২ মে, ২০২৫।	অধ্যাদেশটি দ্বারা জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ সংশোধন করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ৮-এর উপধারা (৩)- এ রেফারেন্স ভুলভাবে উপধারা (১) হিসেবে উল্লেখ ছিল, যা সংশোধন করে (২) করার নিমিত্ত এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৩৪.	সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২১ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২১ মে, ২০২৫।	মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার খর্ব করার কারণে সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ রহিতক্রমে সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার স্পেসে সংঘটিত অপরাধ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও এতদসংক্রান্ত অপরাধের বিচারসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
৩৫.	সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৫ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৫ মে, ২০২৫।	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য, ছুটি বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত সমবেতভাবে নিজ কর্ম হইতে অনুপস্থিত, বা যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে তাহার কর্মে উপস্থিত হইতে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধাগ্রস্ত করাকে 'সরকারি কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য করা হয় (ধারা ৩৭ক)। সরকারি	

			কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অনানুগত্য ও বিশৃংখলা-সংক্রান্ত উক্ত বিধান সংযোজন করা হয়। সংশোধনী অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর অধীনে সংযোজিত শৃংখলা-সংক্রান্ত বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তদন্ত প্রক্রিয়ায় কিছু সংশোধনী আনয়ন করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৩৬.	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৭ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৭ মে, ২০২৫।	ফাউন্ডেশনের নাম সংশোধন, পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠন, ফা্উন্ডেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি পুনর্নির্ধারনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৩৭.	অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০২ জুন, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০২ জুন, ২০২৫ ও ০১ জুলাই, ২০২৫।	উক্ত অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, আয়কর আইন, ২০২৩ এবং কাস্টমস আইন, ২০২৩-এ কর/শুল্ক ও কাস্টমস-সংক্রান্ত সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। বাৎসরিক জাতীয় বাজেট বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ।	
৩৮.	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৩ জুন, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৩ জুন, ২০২৫।	কেবল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে “মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী” এবং তাঁদের পরিবারকেও আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। “মুক্তিযোদ্ধা”, “মুক্তিযুদ্ধ”, “মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য”, “মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী”, “সহযোগী পরিবার”, “যুদ্ধাহত” ও “শহিদ” ইত্যাদি বিষয়সমূহ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদেশে জনমত গঠনকারী পেশাজীবী, প্রবাসী সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী-কলা-কুশলী ও সাংবাদিক এবং স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে সহযোগী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল/ অবলুপ্ত হলে কাউন্সিলকে প্রশাসক নিয়োগ বা অ্যাডহক কমিটি গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য অধ্যাদেশটি প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৩৯.	জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫	গেজেটে প্রকাশ : ১৭ জুন, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৭ জুন, ২০২৫।	জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনসহ গণঅভ্যুত্থানের মর্ম ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	

	(২০২৫ সনের ৩০ নং অধ্যাদেশ)			
৪০.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৬ জুন, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৬ জুন, ২০২৫।	অধ্যাদেশটি জাতীয় বাজেট সংক্রান্ত। সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে উক্ত অধ্যাদেশটি জারি ও প্রণয়ন করা হয়।	
৪১.	নির্দিষ্টকরণ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৬ জুন, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১ জুলাই, ২০২৫।	২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থ বছরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
৪২.	অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৬ জুন, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৬ জুন, ২০২৫ এবং ১ জুলাই, ২০২৫।	উক্ত অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং কাস্টমস আইন, ২০২৩-এ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাৎসরিক জাতীয় বাজেট বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ।	
৪৩.	Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৩৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৯ জুন, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৯ জুন, ২০২৫।	"Fish Sanctuary" বা মাছের অভয়াশ্রমের সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে—যে কোনো জলাশয় বা জলভাগ সরকার সরকারি গেজেটে ঘোষণা করলে সেখানে মাছ ও জলজ প্রাণী অবাধে প্রজনন, বৃদ্ধি ও বিচরণ করতে পারবে এবং উক্ত এলাকায় স্থায়ী বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা যাবে। ধ্বংসাত্মক উপায়ে (বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র, ধনুক-বাণ ইত্যাদি) মাছ নিধনের নিষেধাজ্ঞা অভ্যন্তরীণ জলসীমা ছাড়াও উপকূলীয় ও বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্যজলসীমায় প্রসারিত করা হয়েছে। শাস্তির বিধান কঠোর করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৪৪.	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১ জুলাই, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১ জুলাই, ২০২৫।	আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইনে উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের পরিবর্তে নতুন সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন, জাতীয় পরিচালনা বোর্ড নতুনভাবে নির্ধারণ ও অন্যান্য বিধান অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	

৪৫.	Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১০ জুলাই, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১০ জুলাই, ২০২৫।	ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ধারা ১৭৩ এর পর Interim investigation report, etc. শীর্ষক একটি নতুন ধারা ১৭৩ক সংযোজনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৪৬.	সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৩ জুলাই, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৩ জুলাই, ২০২৫। ২৩ জুলাই, ২০২৫।	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য, ছুটি বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত সমবেতভাবে নিজ কর্ম হইতে অনুপস্থিত, বা যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে তাহার কর্মে উপস্থিত হইতে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধাগ্রস্ত করাকে ‘সরকারি কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসদাচরণ’ হিসেবে গণ্য করা হয় (ধারা ৩৭ক)। সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অনানুগত্য ও বিশৃংখলা-সংক্রান্ত উক্ত বিধান সংযোজন করা হয়। সংশোধনী অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর অধীনে সংযোজিত শৃংখলা-সংক্রান্ত বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তদন্ত প্রক্রিয়ায় কিছু সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৪৭.	মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৩ জুলাই, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ।	এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ‘মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ’ নামে একটি শক্তিশালী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় অন্য যেকোনো মন্ত্রণালয় বা সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধ্যতামূলক ‘অনাপত্তি’ প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে এই আইনে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস, বিশেষ শুল্ক ও কর রেয়াত এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারকে যেকোনো বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ হতে অব্যাহতি প্রদানের বিরল ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রথাগত জীবিকার সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	

৪৮.	ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৪ জুলাই, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০২৫।	অধ্যাদেশটি দ্বারা ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ সংশোধন করা হয়। এতে ভোটার হওয়ার তারিখ প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১ তারিখের পাশাপাশি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত অন্য যে-কোনো তারিখ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৪৯.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৪ আগস্ট, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৪ আগস্ট, ২০২৫।	পরিষদের নেতৃত্ব ও পরিচালন ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করা এবং প্রতিনিধিত্বের পরিধি সম্প্রসারণ। “সচিব” পদবিকে পরিবর্তন করে “নির্বাহী পরিচালক” করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৫০.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১০ আগস্ট, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১০ আগস্ট, ২০২৫।	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর ধারা ৯ সংশোধন করে এই কর্তৃপক্ষের নির্বাহী সদস্যগণ সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিধান করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৫১.	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৮ আগস্ট, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৮ আগস্ট, ২০২৫।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইনের ধারা ২ এর (৪৮ক), (৫৫ক) এবং ধারা ৩২ক বিলুপ্তি ও ধারা ৩৫ সংশোধনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
৫২.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৮ আগস্ট, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৮ আগস্ট, ২০২৫।	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৫ক) ও (৬১ক) বিলুপ্তি ও ধারা ২০ক বিলুপ্তি ও ধারা ২১ সংশোধনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
৫৩.	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	গেজেটে প্রকাশ : ২৮ আগস্ট, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৮ আগস্ট, ২০২৫।	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইনের ধারা ২ এ দফা (৪৮ক) সন্নিবেশন এবং উক্ত আইনের তৃতীয় তপশিলে ১৯.২ এর প্রতিস্থাপন এবং পঞ্চম তপশিলে ক্রমিক (৬০ক) এবং ষষ্ঠ তপশিলে ক্রমিক (১৯ক) এর সন্নিবেশনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	

	(২০২৫ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ)			
৫৪.	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আ্ইনের ধারা ২ এর দফা (৩৮ক) ও (৪৬ক) বিলুপ্তি, ধারা ১৯ক বিলুপ্তি, ধারা ২০ সংশোধন ও বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত “মহিলা” শব্দটির পরিবর্তে “নারী” শব্দ প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
৫৫.	গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।	আইনে উল্লিখিত “গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি” শব্দগুলির পরিবর্তে “ইউনিভার্সিটি অব ফন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
৫৬.	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।	উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ২ এর বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত“মহিলা” শব্দটির পরিবর্তে “নারী” শব্দটি প্রতিস্থাপন, ধারা ১৬ক বিলুপ্তি এবং ধারা ২০ সহ বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত“মহিলা” শব্দটির পরিবর্তে “নারী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	
৫৭.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৫ অক্টোবর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৫ অক্টোবর, ২০২৫।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ দ্বারা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ সংশোধন করা হয়। অধ্যাদেশটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্বাচন কমিশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৫৮.	নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৫ অক্টোবর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৫ অক্টোবর, ২০২৫।	অধ্যাদেশটি দ্বারা নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ সংশোধন করা হয়। এতে আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দন্ডের আওতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	

৫৯.	অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ অক্টোবর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ অক্টোবর, ২০২৫।	উক্ত অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং কাস্টমস আইন, ২০২৩-এ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাৎসরিক জাতীয় বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৬০.	International Crimes (Tribunals) (Third Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ অক্টোবর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ অক্টোবর, ২০২৫।	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩ সংশোধনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তির অযোগ্যতা আরোপ সংক্রান্ত 20C নতুন ধারা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৬১.	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২২ অক্টোবর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২২ অক্টোবর, ২০২৫।	উক্ত অধ্যাদেশটির মাধ্যমে বহুল সমালোচিত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ রহিত করা হয় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে তদন্তাধীন ও বিচারাধীন সকল মামলা বাতিল করা হয়। তাছাড়া, সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং সাইবার স্পেসে সংঘটিত অপরাধ সনাক্ত, প্রতিরোধ ও দমন করতে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৬২.	Civil Courts (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০২ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০২ নভেম্বর, ২০২৫।	সিনিয়র সহকারী জজ কোর্ট ও সহকারী জজ কোর্ট এর নাম পরিবর্তন করে সিনিয়র সিভিল জজ কোর্ট ও সিভিল জজ কোর্ট করার নিমিত্ত এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৬৩.	Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৩ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৩ নভেম্বর, ২০২৫।	RPO এর ৩৭ অনুচ্ছেদ সংশোধনের লক্ষ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	

৬৪.	ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ নভেম্বর, ২০২৫ এবং কিছু অংশ ১৮ মাস পর গেজেট দ্বারা নির্ধারিত তারিখে।	কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপাত্ত তাহার মালিকানাধীন গণ্য করিয়া উহা সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৬৫.	জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৫।	২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের গণঅভ্যুত্থান ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস, নিদর্শন ও দলিলাদি সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৬৬.	আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৫।	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি, আমানতকারীর অর্থ সুরক্ষায় ডিপোজিট গ্যারান্টি স্কিম, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংক পুনর্গঠন ও আমানত ফেরতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৬৭.	বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৬ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৬ নভেম্বর, ২০২৫।	বরিশাল ও উহার সন্নিহিত এলাকা সমন্বয়ে একটি পরিকল্পিত আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উক্ত অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ করা, দুর্যোগ সহনশীল নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, তথ্যপ্রযুক্তি ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৬৮.	ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৬ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৬ নভেম্বর, ২০২৫।	ময়মনসিংহ ও উহার সন্নিহিত এলাকা সমন্বয়ে একটি পরিকল্পিত আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উক্ত অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ করা, দুর্যোগ সহনশীল নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, তথ্যপ্রযুক্তি ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৬৯.	রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৬ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৬ নভেম্বর, ২০২৫।	রংপুর ও উহার সন্নিহিত এলাকা সমন্বয়ে একটি পরিকল্পিত আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উক্ত অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ করা, দুর্যোগ সহনশীল নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, তথ্যপ্রযুক্তি ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	

৭০.	স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৬ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৬ নভেম্বর, ২০২৫।	বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, জলবায়ু ও দুর্যোগ সংবেদনশীলতা, সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি ও জলাশয় সুরক্ষাপূর্বক একটি সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৭১.	Representation of the People Order (Second Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৭৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।	RPO তে Postal ballot paper বিষয়টি স্পষ্টিকরণ, নিরাপত্তা জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৭২.	বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫।	“প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা তহবিল” নামে নতুন সংজ্ঞা সংযোজন করে প্রকল্পের বাইরে প্রাপ্ত কোর ফান্ডিংকে বৈধ কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছে। নিবন্ধন ও নবায়নের মেয়াদ ১০ বছর নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত না এলে মহাপরিচালকের অনুমোদন প্রদানের সুযোগ, দুর্যোগকালীন ত্রাণে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনুমোদন এবং বছরে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদানে পূর্বানুমোদন শিথিলকরণ- এর বিধান যুক্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৭৩.	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫।	সরকারি ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির বয়সসীমা পুনর্নির্ধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিলতার বিধানকল্পে সরকারি চাকরির বয়সসীমা থেকে “আধা-স্বায়ত্তশাসিত” শব্দটি বাদ দিয়ে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	

৭৪.	বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০১ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০২৬।	বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা ও বিচার প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়। ।	
৭৫.	Registration (Amendment) Ordinance, 2026 (২০২৬ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০১ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০২৬।	চুক্তিনামা ও বিদেশে সম্পাদিত চুক্তি নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়িয়ে জনবান্ধব করা হয়েছে। আপিল ও দরখাস্ত নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। জমির দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৭৬.	আইনগত সহায়তা প্রদান (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬।	মামলা-পূর্ব বাধ্যতামূলক মধ্যস্ততা, চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার এবং স্পেশাল মেডিয়েটর পদ সৃষ্টি, মধ্যস্ততা চুক্তিকে ডিক্রীর মর্যাদা, সংস্থাকে অধীদপ্তরে রূপান্তর ও মহানগর লিগ্যাল এইড কমিটি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৭৭.	বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ জানুয়ারি,২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬।	রক্ষিত এলাকা ও গণপরিসরে বৃক্ষ সংরক্ষণ করা এবং প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ কর্তন ও অপসারণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের ১০ ধারায় দণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। দণ্ডে কেবল অর্থদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। ১০(২) ধারা অনুযায়ী ৯(৪) ধারার বিধান লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। তবে ৯(৪) ধারায় বর্ণিত অপরাধের বর্ণনা সুনির্দিষ্ট নয়। ১০(৪) ধারায় সরকারি সংস্থাকে অর্থদণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, বিধির অধীন অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দণ্ড প্রদানের বিধান করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৭৮.	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬।	১। এই অধ্যাদেশের যে সকল ধারা ভঙ্গের জন্য দণ্ডের কোনো বিধান নাই, কোনো ব্যক্তি সেই সকল ধারা ভঙ্গ করিলে সাজার বিধান রাখা হয়েছে (ধারা: ৪৪ (২))। মূলত: অপরাধ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে সাজার বিধান প্রণয়নের আইনগত সুযোগ নেই।	

			২। সরকারি কর্মকর্তা মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করলে সাজার বিধান করা হয়েছে (ধারা ৪৩)। সরল বিশ্বাসে সরকারি কাজ বিঘ্নিত হবে। ৩। সরকার তফসিল সংশোধন, বিধি প্রণয়ন ও অস্পষ্টতা দূর করতে পারবে, যা সংসদীয় নীতির বিরোধী। আইনের তফসিল মূল আইনের অংশ। সরকার সংসদের আইনকে সংশোধন করতে পারে না। উক্ত কারণে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৭৯.	বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬।	"বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ" নামে একটি স্বতন্ত্র সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠন করা হয়েছে, যেটি ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত জাতীয় ভবন বিধিমালা (বিএনবিসি ২০২০) বাস্তবায়ন তদারকি করবে এবং পেশাজীবীদের (স্থপতি, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ প্রভৃতি) লাইসেন্স প্রদান ও বাতিল করতে পারবে। এই কর্তৃপক্ষ সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও অন্যান্য সংস্থার কাজ তদারকি করবে এবং নির্দেশনা দেবে। সে লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৮০.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৪ জানুয়ারি,২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬।	দেশের হাওর ও জলাভূমির অস্তিত্ব রক্ষায় কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। হাওর বা জলাভূমি অবৈধ দখল, ভরাট কিংবা পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রেখে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে।	
৮১.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৯ জানুয়ারি,২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬।	Town Improvement Act, 1953 রহিত করে রাজউককে নতুন কাঠামোয় পরিচালনার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে। রাজউকের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, জলাশয়/কৃষিজমি ভরাট, অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত নির্মাণ ইত্যাদিতে কঠোর দণ্ড (কারাদণ্ড ও বড় অংকের জরিমানা) রাখার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৮২.	বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২০ জানুয়ারি,২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২০ জানুয়ারি, ২০২৬।	মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীর জন্য বয়স ৬০ বছর, ২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হলে স্বেচ্ছা অবসর এবং কোনো কারণ না দেখিয়েই কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।	

			গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বদলি ও পদায়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৮৩.	ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২০ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২০ জানুয়ারি, ২০২৬।	মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীর জন্য বয়স ৬০ বছর, ২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হলে স্বেচ্ছা অবসর এবং কোনো কারণ না দেখিয়েই কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বদলি ও পদায়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৮৪.	রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২০ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২০ জানুয়ারি, ২০২৬।	মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীর জন্য বয়স ৬০ বছর, ২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হলে স্বেচ্ছা অবসর এবং কোনো কারণ না দেখিয়েই কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বদলি ও পদায়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৮৫.	জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১ জুলাই, ২০২৪ এবং ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬।	এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার এবং নতুন মামলা দায়ের নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে। অপরদিকে ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক তদন্তের বিধান রাখার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৮৬.	বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ রহিত করা হয়েছে। ফলে পূর্বে বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এলাকাগুলো এখন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০–এর অধীন বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	

৮৭.	Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2026 (২০২৬ সনের ২১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	"Water body" শিরোনামে একটি নতুন সংজ্ঞা সংযোজিত হয়েছে, যেখানে নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওড়, হ্রদ, দিঘি, পুকুর, ঘের, জলাভূমিসহ সকল প্রকার জলাশয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতির তালিকায় বিস্ফোরকের পাশাপাশি electrofishing device ব্যবহারকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে Aquatic Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM) ঘোষণার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে, যা সংরক্ষিত এলাকার বাইরে জলজ পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে। সরকারকে জলাশয়ে টেকসই মৎস্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণের এবং বিল, হাওর, বাওড়, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্য বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি বা ধ্বংস রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৮৮.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	মূল আইনে সর্বত্র "একাডেমী" বানানের পরিবর্তে "একাডেমি" প্রতিস্থাপিত হয়েছে। "সচিব"-এর পরিবর্তে "পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)" পদ যুক্ত করা হয়েছে। একাডেমির শাখা কার্যালয় স্থাপনে সরকারের পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৮৯.	ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা এবং তথ্য ব্যবহারে আইনি নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৯০.	Registration (Second Amendment) Ordinance, 2026 (২০২৬ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	প্রথম সংশোধনীতে বিধান করা হয়েছিল, দলিল নিবন্ধনের সময় কোনো সাব-রেজিস্ট্রার নির্ধারিত ফি, ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ, ডিউটি আদায় না করে কোনো দলিল নিবন্ধন করে ফেললে সেটা তার ব্যক্তিগত দায় এবং তা সংশ্লিষ্ট সাব রেজিস্ট্রার এর কাছ থেকে আদায় করা হবে। দ্বিতীয় সংশোধনীতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কাজ করতে গিয়ে নির্ধারিত ট্যাক্স, ফি,	

			সার্ভিস চার্জ, ডিউটি আদায় না করে কোনো দলিল নিবন্ধন করে ফেলেছেন, তাহলে বকেয়া অর্থ দলিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে আদায় করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯১.	ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	আধুনিক ও মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রদান উপযোগী একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরের ৭ (সাত)টি কলেজকেন্দ্রিক (ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রমে মানসম্মত পাঠ্যক্রম, শিক্ষকতা, সনদায়নসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণকল্পে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯২.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	সংজ্ঞা সংশোধনে "ক্রীড়া সংস্থা"-র সংজ্ঞায় বিভাগীয় পর্যায়ের পাশাপাশি মহানগর পর্যায়কেও অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯৩.	বাংলাদেশ গ্যাস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	মূল আইনে "প্ররোচনা"-র সংজ্ঞা নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের অপরাধের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে — এখন সরবরাহ লাইন থেকে নিজে বা ঠিকাদার বা অন্যের সহায়তায় বা প্ররোচনায় গ্যাস ব্যবহার করাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারী বা প্ররোচনাদানকারী স্থানের স্বত্ত্বাধিকারী, গ্যাস কোম্পানির কর্মকর্তা বা ঠিকাদারকেও দায়ী করার বিধান যুক্ত হয়েছে। দণ্ডের পরিমাণ বাড়ানোর লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯৪.	কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩২নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	“কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ” গঠন, ক্ষমতা ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে; মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি পুনঃউন্নয়ন/পুনর্বিন্যাস, অবকাঠামো নির্মাণ ও ডিজিটালাইজেশন, পরিবেশ-জলাধার সুরক্ষা, পর্যটন এলাকায় সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অধীনে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি	

			ছাড়া নির্মাণ/ খনন/ ভরাট/ নকশা ব্যত্যয় নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯৫.	নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	"নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" গঠন, ক্ষমতা ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে; মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি পুনঃউন্নয়ন/পুনর্বিন্যাস, অবকাঠামো নির্মাণ ও ডিজিটালাইজেশন, পরিবেশ-জলাধার সুরক্ষা, পর্যটন এলাকায় সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অধীনে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া নির্মাণ/ খনন/ ভরাট/ নকশা ব্যত্যয় নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯৬.	Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2026 (২০২৬ সনের ৩৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	এই অধ্যাদেশটির মাধ্যমে আর্থিক মূল্যের ভিত্তিতে Cheque Dishonour সংক্রান্ত মামলাগুলোর Trial Jurisdiction ঠিক করা হয়েছে। যেক্ষেত্রে চেকের ফেস ভ্যালু ৫ লক্ষ টাকার অধিক হবে, সেই মামলাগুলো অবশ্যই মেট্রোপলিটন যুগ্ম দায়রা জজ বা যুগ্ম দায়রা জজ আদালতে বিচার করতে হবে। এর নিচে হলে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারযোগ্য হবে। সে লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯৭.	Bangladesh House Building Finance Corporation (Amendment) Ordinance, 2026 (২০২৬ সনের ৩৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	অধ্যাদেশটিতে মোট পাঁচটি বিষয়ে সংশোধন আনা হয়েছে। Article 12 সংশোধন করে Board-কে Standing Committee, Audit Committee, Shariah Committee এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কমিটি গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। Article 21(10) সংশোধনের মাধ্যমে ঋণের সুদের হার নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে Board-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। Article 29 সংশোধন করে নিট বার্ষিক মুনাফা বণ্টনের পদ্ধতি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে প্রথমে সংরক্ষণ তহবিল গঠন এবং অবশিষ্ট অর্থ সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান ও retained earnings-এ স্থানান্তরের বিধান রাখা হয়েছে। Article 29A সংশোধনে Corporation-কে Income-tax Act, 2023 অনুযায়ী Company হিসেবে গণ্য করে minimum income tax প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। সবশেষে Article 30(1) সংশোধন করে Corporation-কে হিসাব	

			সংরক্ষণ ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের বাধ্যবাধকতা আরোপ করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯৮.	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	১৯৫৯ সালের Forest Industries Development Corporation Ordinance রহিত করে এই অধ্যাদেশটি করা হয়েছে। বিদ্যমান Bangladesh Forest Industries Development Corporation-কে নতুন আইনের অধীনে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হিসেবে বহাল রাখা হয়েছে। কার্যাবলি: তফসিলভুক্ত সম্পদ/ইউনিট/পণ্যের প্রকল্প গ্রহণ; বনজসম্পদের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে লাভজনক ব্যবস্থাপনা; রাবার চাষে প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব উচ্চ-কার্বন শোষণকারী বৃক্ষরোপণ; মার্কেটিং নির্দেশিকাসহ মাস্টারপ্লান; আধুনিক সংরক্ষণাগার ও প্রসেসিং ইউনিট; বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব শিল্প ইউনিট স্থাপন/একীভূতকরণ; শোরুম স্থাপন; উৎপাদন-বহুমুখীকরণ-রপ্তানি। উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিতকরণকল্পে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	

সংলাগ-'খ'

সংশোধিত আকারে সংসদে বিল উত্থাপনের জন্য সুপারিশকৃত ১৫ টি অধ্যাদেশের তালিকা :

ক্রমিক নং	অধ্যাদেশের নাম ও নম্বর	অধ্যাদেশ গেজেটে প্রকাশের ও কার্যকরের তারিখ	অধ্যাদেশের বিষয়বস্তু	মন্তব্য
১.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৫ মার্চ, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৫ মার্চ, ২০২৫।	ধর্ষণ শব্দটির সংজ্ঞা ও বিভিন্ন অপরাধের সাজাকে যুগোপযোগীকরণ, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ধর্ষণের বিচারকাজ নিশ্চিতকরণ, পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠন ও সাক্ষী সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
২.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৪ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ।	"ক্রয় কৌশল", "টেকসই সরকারি ক্রয়", "সম্পদ অপসারণ/নিষ্পত্তি", "ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি" (একাধিক সরবরাহকারীর সাথে পূর্বনির্ধারিত শর্তে চুক্তি) এবং "সেবা প্রদানকারী" প্রভৃতি সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে বিশেষ পরিস্থিতির ক্রয়ে স্থানীয় আইন বা আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করা যাবে; তবে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে। উচ্চমূল্যের চুক্তিতে প্রকৃত মালিকানার তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক সরকারি ক্রয় (ই-জিপি) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; ব্যতিক্রম হলে বাংলাদেশ সরকারি ক্রয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। "উল্টো নিলাম" পদ্ধতি, অস্বাভাবিকভাবে কম দর যাচাই এবং ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ভৌত সেবার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে সীমিত দর-কষাকষির সুযোগ রাখা হয়েছে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে উক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৩.	ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৯ মে, ২০২৫।	তপশিলি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি, সংকট, দেউলিয়াত্ব বা অস্তিত্বের জন্য হুমকিসরূপ অন্য যেকোনো ঝুঁকির সময়োপযোগী সমাধান, আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যাংক রেজুলেশন সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।	নোট অব ডিসেন্ট আছে

৪.	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১১ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১১ মে, ২০২৫।	কোনো নির্দিষ্ট সত্তার কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে এবং কার্যক্রম-নিষিদ্ধ সত্তার মিছিল-মিটিং, প্রকাশনাসহ যেসব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা যাবে, তার বিধান অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	
৫.	Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৪১ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১০ আগস্ট, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১০ আগস্ট, ২০২৫।	Reform of Arrest Procedures, Regulation of Arrest without Warrant (Section 54 Reform), Safeguards in Police Remand and Judicial Custody, Regulation of “Shown Arrest”, Time Limit for Completion of Investigation, Accountability of Investigating Officers, Bail and Attendance Reforms, Victim and Witness Protection Measures, Reform of Summary Trial Procedure, Abolition of Whipping and Rationalisation of Fines, Trial in Absentia Provisions, Expansion of Compounding of Offences, উল্লিখিত কারণে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৬.	জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ নভেম্বর, ২০২৫।	জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা এবং এর সাথে সম্পর্কিত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৭.	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৭ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৭ নভেম্বর, ২০২৫।	অধ্যাদেশটির মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর বিভিন্ন ধারায় সংশোধন আনা হয়েছে। বিশেষত ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত সহজ করা, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ এবং লে-অফ ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যোগ্যতার সময়সীমা হ্রাস করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা বৃদ্ধি পেলেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত দায়দায়িত্ব সৃষ্টি হয়েছে।	
৮.	মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৯ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৯ নভেম্বর, ২০২৫।	এই অধ্যাদেশে অঙ্গ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কীভাবে হবে—তার বিধান করা হয়েছে। “অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ” বলতে কিডনি থেকে টিস্যু পর্যন্ত সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মৃতদেহ থেকে দান (ক্যাডাভেরিক দান), অদলবদল করে সংযোজন (সোয়াপ ট্রান্সপ্লান্ট), নিঃস্বার্থ দাতা, জাতীয় রেজিস্ট্রার, এবং বিভিন্ন বোর্ড/কমিটির দায়িত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনো	

			হাসপাতাল অঙ্গ সংযোজন করতে পারবে না। জীবিত দানের ক্ষেত্রে সাধারণত নিকট আত্মীয় বা নিঃস্বার্থ দাতা হওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে; তবে চোখ/চর্ম/টিস্যু/অস্থিমজ্জা দানে আত্মীয়তার শর্ত শিথিল করা আছে। দাতা-গ্রহীতার ক্ষেত্রে বয়সসীমা, রোগ/সংক্রমণ পরীক্ষা এবং মৃতদেহ থেকে সংযোজনে অগ্রাধিকারের নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। অঙ্গ কেনাবেচা ও বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভুয়া আত্মীয়তা বা অন্য লঙ্ঘনে জেল-জরিমানা, চিকিৎসকের নিবন্ধন বাতিল, হাসপাতালের অনুমতি/লাইসেন্স স্থগিত করার বিধান রাখার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
৯.	পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।	বাছাই কমিটির মাধ্যমে একটি পুলিশ কমিশন গঠন হবে। এই কমিশন পুলিশের মহাপরিদর্শক পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়ন করবে, নাগরিকদের অভিযোগ ও পুলিশের অভ্যন্তরীণ সংক্ষোভ নিয়ে কাজ করবে। কমিশন সরকারের প্রতি প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রদান করবে। সে লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
১০.	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৮০ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫।	১৯৭৫ সালের Bidi Manufacture (Prohibition) Ordinance রহিত করে প্রয়োজনীয় বিধানগুলো ২০০৫ সালের আইনে একীভূত করা হয়েছে। “তামাকজাত দ্রব্য”-এর সংজ্ঞা বিস্তৃত করে ই-সিগারেট/ENDS, HTP, নিকোটিন পাউচসহ নতুন নিকোটিন পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। “পাবলিক প্লেস” ধারণা বিস্তৃত করে ভবনের গেইট, বারান্দা, সামনের-পেছনের মাঠ, অপেক্ষার সারি ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে ধূমপান/তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে জরিমানা ৩০০ থেকে ২০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিজ্ঞাপন-প্রচার নিষেধাজ্ঞা আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে—ইন্টারনেট/সোশ্যাল মিডিয়া/ওটিটি, সিনেমা-নাটকে দৃশ্য প্রদর্শন, পয়েন্ট অব সেলে প্যাকেট প্রদর্শন ও ব্র্যান্ড-মিমিক প্যাকেজিং নিষিদ্ধ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/হাসপাতাল/শিশুপার্কের ১০০ মিটারের মধ্যে বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে; স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৭৫% স্থানজুড়ে করা, উৎপাদনের তারিখ যুক্ত করা এবং “স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং” চালুর বিধান আনা হয়েছে; কোম্পানির ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ড ও লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থাও যুক্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	আইনের ধারা ২(গ) ও ধারা ৬(গ) সংশোধন করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে

১১.	মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬।	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ রহিত করে মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে মানব পাচারের পাশাপাশি অভিবাসী চোরাচালানকে অপরাধ শ্রেণিভুক্ত করে বিচারের বিধান করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
১২.	ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬।	সরকারের বিধি দ্বারা অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দণ্ড নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ধারা ১৯ (২) (ঝ))। কেবল এ্যাক্ট বা অধ্যাদেশ দ্বারা অপরাধ সৃষ্টি করা যায় এবং শাস্তির বিধান রাখা যায়। কোনো বিধি দ্বারা কোনো কাজকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই। সে কারণে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	আইনের ধারা ৭(৫) সংশোধন করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে
১৩.	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	এ অধ্যাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে আধুনিক, নিরাপদ ও প্রযুক্তি-সম্মত করার লক্ষ্যে OTT, IoT, ক্লাউড, স্যাটেলাইটসহ উদীয়মান ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সেবাসমূহকে আইনগত পরিধির আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার, সাইবার-নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ, এবং স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা ও কোয়ালিটি-অব-সার্ভিস (QoS) তদারকিকে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তি-সম্মত করার বিধান রাখা হয়েছে; পাশাপাশি বিনিয়োগবান্ধব নীতি-কাঠামোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট, ব্যবসা পরিবেশ সহজীকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লাইসেন্স প্রদানের নিয়মাবলী কঠোর করা, অনুমোদন ছাড়া লাইসেন্স বা লাইসেন্সের অধীন অধিকার হস্তান্তর নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
১৪.	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	সংজ্ঞা সংশোধনে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংজ্ঞায় MPO-ভুক্ত প্রতিষ্ঠান-এর শর্ত যুক্ত করা হয়েছে এবং দাখিল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সাথে সংযুক্ত ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদনক্রমে কার্য পরিচালনার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। বোর্ড গঠন সম্ভব না হলে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় সুবিধা প্রদানের সংস্থানও রাখার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	

১৫.	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	সংজ্ঞা সংশোধনে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংজ্ঞায় MPO-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে এবং দাখিল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সাথে সংযুক্ত ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ট্রাষ্টী বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। বোর্ড গঠন সম্ভব না হলে সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় কল্যাণ সুবিধা প্রদানের বিধানও যুক্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	

সংলাগ-'গ'

সংসদে এখনই বিল আকারে উত্থাপন না করে পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই করে অধিকতর শক্তিশালী করে নতুন বিল উত্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে এমন ১৬টি অধ্যাদেশের তালিকা :

ক্রমিক নং	অধ্যাদেশের নাম ও নম্বর	অধ্যাদেশ গেজেটে প্রকাশের ও কার্যকরের তারিখ	অধ্যাদেশের বিষয়বস্তু	মন্তব্য
১.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪।	কমিটির সভাপতির অবর্তমানে, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিতে সভাপতি নির্বাচন করা এবং বাছাই কমিটির কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে তার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না সে লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
২.	রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১২ মে, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ।	বিদ্যমান কাঠামো পুনর্গঠন করে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পৃথক করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "রাজস্ব নীতি বিভাগ" ও "রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ" নামে দুইটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। রাজস্ব নীতি বিভাগ করনীতি প্রণয়ন, আইন সংশোধন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রক্ষেপণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর ও শুল্ক আইন বাস্তবায়ন, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই উদ্দেশ্যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৩.	রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ।	বিদ্যমান কাঠামো পুনর্গঠন করে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পৃথক করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "রাজস্ব নীতি বিভাগ" ও "রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ" নামে দুইটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। রাজস্ব নীতি বিভাগ করনীতি প্রণয়ন, আইন সংশোধন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রক্ষেপণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর ও শুল্ক আইন বাস্তবায়ন, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৪.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৫ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক-সংক্রান্ত বিধান সংশোধন করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	

৫.	কাস্টমস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৫ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ।	কাস্টমস আইন, ২০২৩ এ বিভিন্ন স্থানে রাজস্ব নীতি বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ অন্তর্ভুক্তির জন্য এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৬.	আয়কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ।	আয়কর আইন, ২০২৩ এ বিভিন্ন স্থানে রাজস্ব নীতি বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ অন্তর্ভুক্তির জন্য এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	
৭.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ এবং ৯ নভেম্বর, ২০২৫।	মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন) রহিতক্রমে মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৮.	গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৫ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।	জুলাই জতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিষয়ে জনগণের সম্মতি রহিয়াছে কি না যাচাইয়ের জন্য গণভোটের বিধান প্রণয়নকল্পে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৯.	গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০১ ডিসেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০১ ডিসেম্বর, ২০২৫।	মূলত 'গুম হইতে সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন'-এর বিধানাবলি বাংলাদেশের জাতীয় আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে গুমকে "চলমান অপরাধ" (continuous offence) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এর সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	শক্তিশালী করে আইনটি প্রণয়নের নিমিত্তে পুনরায় বিল আকারে উত্থাপনের সুপারিশ করা হয় (নোট অব ডিসেন্ট আছে)
১০.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	গেজেটে প্রকাশ : ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে কতিপয় সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে

	(২০২৫ সনের ৭৪ নং অধ্যাদেশ)	কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।		
১১.	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।	অধ্যাদেশটি দুদকের তদন্ত ও গোপন অনুসন্ধান ক্ষমতা বিস্তৃত করেছে, সরাসরি এজাহার দায়েরের বিধান নতুন সংযোজন করেছে। বিদেশে সংঘটিত অপরাধসহ গুরুতর আর্থিক অপরাধ-কে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। বাছাই কমিটিকে বর্ধিত করা হয়েছে। কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল ও সংসদীয় পর্যালোচনা বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
১২.	বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০১ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০২৬।	টিকিটিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং বিমান ভাড়ায় কারসাজি রোধে সুদৃঢ় আইনগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে এয়ার অপারেটরদের কর্তৃপক্ষের নিকট সকল রুটের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভাড়ার তালিকা আবশ্যিকভাবে দাখিলের বিধান রাখা হয়েছে এবং কৃত্রিম সংকট বা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হলে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে সরাসরি হস্তক্ষেপের আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-এর সুনির্দিষ্ট আইনগত সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে এবং ফি, চার্জ ও ভাড়া নির্ধারণে একটি স্বাধীন “বেসামরিক বিমান চলাচল অর্থনৈতিক কমিশন” গঠনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাজার বিধান রাখার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
১৩.	বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০১ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০২৬।	সরকারের বিধি দ্বারা অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দণ্ড নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ধারা ৮)। কেবল আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা অপরাধ সৃষ্টি করা যায় এবং শাস্তির বিধান রাখা যায়। কোনো বিধি দ্বারা কোনো কাজকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই। সেটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
১৪.	গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৬ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬।	সংশোধনী অধ্যাদেশে মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের বিধান আনা হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগকারী বা ভুক্তভোগী ব্যক্তিগত উদ্যোগেও আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন।	নোট অব ডিসেন্ট আছে

			সংশোধনী অধ্যাদেশটিতে কোনো ব্যক্তি অন্যূন ৫ বছর ধরে গুম থাকলে এবং জীবিত না ফিরলে ট্রাইব্যুনাল তাঁর সম্পত্তি বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য মর্মে ঘোষণা দিতে পারবে। ইত্যাদি কারণে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	
১৫.	মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ।	মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়। অধ্যাদেশর ১(২) ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখে অধ্যাদেশটি কার্যকর হবে। অধ্যাদেশটি এখনও কার্যকর হয়নি। অধ্যাদেশের ২৯ ধারায় অস্পষ্টভাবে আনুগত্য ও গোপনীয়তার শপথ ভঙ্গ করাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
১৬.	তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩০নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।	তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬-এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ২, ৬ ও ২৭ সংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নথি/উপাত্ত (ইলেকট্রনিকসহ) অন্তর্ভুক্ত করা হলেও দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপিকে “তথ্য” থেকে স্পষ্টভাবে বাদ রাখা হয়েছে; ধারা ৬-এ কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ-প্রচার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা হালনাগাদ করে সিদ্ধান্ত, অডিট প্রতিবেদন, ব্যয়-সংক্রান্ত তথ্যসহ কর্মকাণ্ডের তথ্য সহজলভ্যভাবে প্রকাশ (ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ) এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি/সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যুক্তি-কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ/জনমত যাচাই প্রক্রিয়া ও কার্যবিবরণী ইত্যাদি ব্যাখ্যার বিধান যুক্ত করা হয়েছে; একইসাথে তথ্য কমিশনকে প্রবিধান দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় “তথ্য ভান্ডার” গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ধারা ২৭ সংশোধন করে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	নোট অব ডিসেন্ট আছে

সংলাগ-'ঘ'

রহিতকরণ ও হেফাজতের জন্য সংসদে বিল আকারে উত্থাপন করতে হবে এমন ৪টি অধ্যাদেশের তালিকা :

ক্রমিক নং	অধ্যাদেশের নাম ও নম্বর	অধ্যাদেশ গেজেটে প্রকাশের ও কার্যকরের তারিখ	অধ্যাদেশের বিষয়বস্তু	মন্তব্য
১.	জাতীয় সংসদ সচিবালয় (অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ১৮ নভেম্বর, ২০২৪। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য।	অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়।	রহিতকরণ ও হেফাজতের প্রয়োজন আছে
২.	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ০৩ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২১ জানুয়ারি, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২১ জানুয়ারি, ২০২৫।	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইপূর্বক প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	রহিতকরণ ও হেফাজতের প্রয়োজন আছে (নোট অব ডিসেন্ট আছে)
৩.	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭২ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর, ২০২৫। কার্যকর হওয়ার তারিখ : সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন এবং কার্যক্রম পূর্ণরূপে চালু হওয়া সাপেক্ষে সরকার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, ধারা ৭ এর বিধানাবলি সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কার্যকর করিবে।	অধস্তন আদালতের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাযথরুপে পালনের জন্য এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	নোট অব ডিসেন্ট আছে
৪.	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ)	গেজেটে প্রকাশ : ২৫ জানুয়ারি,২০২৬। কার্যকর হওয়ার তারিখ : ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬।	বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির নিয়ন্ত্রনে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে।	নোট অব ডিসেন্ট আছে

Note of Dissent

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশসমূহের বিষয়ে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান এবং গাজী নজরুল ইসলাম-এর নোট অব ডিসেন্ট

সরকার দল কর্তৃক উপস্থাপিত অধ্যাদেশসমূহ সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে কাঠামোগত সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্নীতি দমন, আর্থিক খাত এবং তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে আধুনিক ও কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। যথাঃ

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি lapse করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কিত অধ্যাদেশে কমিশনকে একটি প্রকৃত স্বাধীন ও কার্যকর সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। কমিশনকে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন না রেখে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা এর নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বাছাই কমিটির সুপারিশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক প্রভাব বা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ কমে যায়। একইসঙ্গে তাদের অপসারণের ক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মতো কঠোর ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণের বিধান রাখা হয়েছে। এ ধরনের বিধান কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, এর ফলে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাবে, যা কমিশন ও প্রশাসনের মধ্যে ব্যালেঞ্চ অব পাওয়ার নিশ্চিত করবে।

এছাড়া, কমিশনকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডে একটি কার্যকর “চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স” প্রতিষ্ঠিত হবে এবং স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পাবে।

এছাড়াও এই অধ্যাদেশে কমিশন গুম সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষত্রে অনুসন্ধান ও তদন্ত করতে পারবে। এতে এই ভয়াবহ সেনসেটিভ অপরাধের কার্যকর অনুসন্ধান ও সঠিক তদন্ত হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে কোন অপরাধ “সরকারি বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক” হয়েছে ইত্যাদি অজুহাত বন্ধ হবে।

এছাড়াও, অধ্যাদেশটি lapse হওয়ায়, সরকার *প্রথম মাসেই* বাংলাদেশ অন্তত দুটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের অধীন তার বাধ্যবাধকতা কার্যত লঙ্ঘন করবে, আটককেন্দ্র ও গুমের মতো গুরুতর অপরাধে তদারকি ও প্রতিরোধের আইনগত কাঠামো হারাবে, এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মঞ্চে দেশের অবস্থান আরও দুর্বল হবে।

প্রথমত, বাংলাদেশ OPCAT-এ স্বাক্ষর করেছে। এই প্রটোকল অনুযায়ী রাষ্ট্রকে NPM নামক একটি ব্যবস্থা রাখতে হয়, যার মাধ্যমে আটক কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই দায়িত্ব NHRC-এর অধীনে আছে। অধ্যাদেশ lapse করলে বাংলাদেশ OPCAT-এর বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হবে এবং আটক কেন্দ্রগুলোর ওপর স্বাধীন তদারকির ক্ষমতা হারাবে।

দ্বিতীয়ত, NHRC অধ্যাদেশ lapse করে ২০০৯ সালের পুরোনো আইন পুনর্বহাল হওয়া মানে হল কমিশন গুম অধ্যাদেশের অধীনে তার ভূমিকা পালনের আইনগত সক্ষমতা হারানো। একই সঙ্গে গুম-বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন ICPPED-এর অধীন বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতাও কার্যত অপূর্ণ থাকবে। অর্থাৎ *ভবিষ্যতে* গুম ঠেকানোর বা গুম তদন্ত করার মত কার্যকর সংস্থা সরকার বিলুপ্ত করছে।

তৃতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ায় মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ বাদে ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা সবাই GANHRI Status A অর্জন করেছে। পনেরো বছর ধরে আওয়ামী লীগ আমলের দুর্বল আইনি কাঠামোর কারণে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন স্তরে, অর্থাৎ Status B-তে আটকে আছে। ২০২৫ সালের অধ্যাদেশ অপরিবর্তিত পাস হলে এই অচলাবস্থা কাটানোর প্রথম বাস্তব সুযোগ তৈরি হত। অধ্যাদেশ lapse করালে বা সরকারের প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ পাস হলে, সেই সুযোগ নষ্ট হবে এবং বাংলাদেশ আঞ্চলিক তুলনায় আরও পিছিয়ে থাকবে।

ফলে, দেশের স্বার্থে এবং ভুক্তভোগীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে, আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

সরকারের আপত্তি: কমিশন কোনো মন্ত্রণালয়ের আওতায় নেই (ধারা ৩(২))।

জবাব: দুর্নীতি দমন কমিশন কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। নির্বাচন কমিশন কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। মহা-হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। NHRC এর ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলার কারণ একটাই: সরকার এমন কমিশন চায় না যা সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করতে পারে।

সরকারের আপত্তি: মন্ত্রণালয়ের অধীনে না রাখলে তদারকি কীভাবে হবে?

জবাব: এই অধ্যাদেশে NHRC তদারকির চারটি স্তর আছে: রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন ও অপসারণ করতে পারেন (ধারা ৬ ও

৯)। প্রধান বিচারপতি বার্ষিক প্রতিবেদন পান (ধারা ২৪(১))। মহা-হিসাব নিরীক্ষক প্রতি বছর সম্পূর্ণ আর্থিক নিরীক্ষা করেন (ধারা ৩৬)। সকল সিদ্ধান্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে বার্ষিক পরামর্শ সভা হয় (ধারা ২৪(৩))। সুতরাং তদারকি আন্তর্জাতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথভাবেই আছে।

সরকারের আপত্তি: নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তের আগে সরকারের অনুমতি লাগবে (ধারা ১৩)।

জবাব: গত ১৫ বছরে গুম ও নির্যাতনের প্রায় সকল অভিযোগ নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে । যে সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত হবে

তার তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি ছাড়া তদন্ত করা যাবে না, এটি তদারকি নয়, এটি দায়মুক্তির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। ২০০৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কয়টি গুমের অভিযোগে সরকার তদন্তের অনুমতি দিয়েছিল? ব্যারিস্টার আরমান, হুম্মাম কাদের, এমনকি সালাউদ্দিন আহমেদ - সরকার তাদের গুমের তদন্ত কি করেছিল?

সরকারের আপত্তি: গ্রেফতারে আদালতের পরিবর্তে সরকারের অনুমতি লাগবে (ধারা ১৬)।

জবাব: এটি বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে সরাসরি নির্বাহী বিভাগে হস্তান্তর করার প্রস্তাব। ধারা ১৬ ইতিমধ্যেই বলছে আদালতের পূর্বানুমতি লাগবে, সরকারের নয়। বিচারক আদেশ দিতে পারবেন না যদি সরকার না চায় _ এটি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ।

সরকারের আপত্তি: বাছাই কমিটিতে আরও সরকারি প্রতিনিধি যোগ করতে হবে (ধারা ৭)।

জবাব: বাছাই কমিটিতে ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সরকারি দলের এমপি সহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত দুজন সদস্য আছেন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন মানে কার্যত নির্বাহী মনোনয়ন। আট সদস্যের কমিটিতে চার জন ইতিমধ্যে নির্বাহী-ঘনিষ্ঠ। আরও প্রতিনিধি যোগ করলে বাছাই প্রক্রিয়া কার্যত সরকারি নিয়োগে পরিণত হবে।

সরকারের আপত্তি: প্রতিটি পদে দুটি নাম প্রস্তাব করতে হবে (ধারা ৮)।

জবাব: দুটি করে নাম পাঠালে, ৫টি পদের জন্য ১০টি নাম যাবে। এতে করে রাষ্ট্রপতির হাতে, অর্থাৎ কার্যত নির্বাহী বিভাগের হাতে, বেছে নেওয়ার সম্পূর্ণ বিবেচনামূলক ক্ষমতা চলে যাবে। বাছাই কমিটি তখন অর্থহীন হয়ে পড়বে।

২. গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি **lapse** করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

গুম সংক্রান্ত আইন ও সংশোধনী অধ্যাদেশে গুমের সংজ্ঞা নির্ধারণ, শাস্তির বিধান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গুমকে একটি **চলমান অপরাধ (Continuous Offence)** হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। একই সঙ্গে গুম প্রতিকার ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধানও রাখা হয়েছে।

সংশোধনী অধ্যাদেশে মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালে **পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের** সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া অভিযোগকারী বা ভুক্তভোগী ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন। এই বিধানগুলো গুমের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ নির্মূল ও বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

গুমের ঘটনার সঙ্গে **শৃঙ্খলা-বাহিনী** (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা, বিজিবি, কোস্টগার্ড, গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহ, RAB ইত্যাদি) যুক্ত থাকলে তার বিষয়টিও আইন দ্বারা ঠিকভাবে হ্যান্ডেল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনকে গুমের অভিযোগের তদন্ত করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, যা এমন সংবেদনশীল ও ভয়াবহ অপরাধের কার্যকর অনুসন্ধান ও দমন নিশ্চিত করবে।

এছাড়া, গুমের শিকার ভুক্তভোগীদের **চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের** বিধানও আইন দ্বারা রাখা হয়েছে, যা তাদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গত ১৫ বছরে গুমের শিকার পরিবারগুলো সরকারের কাছেই গেছে, কিন্তু ন্যায়বিচার পায়নি। উল্টো তাদেরকে বলা হয়েছে তারা মিথ্যে বলছে। তদন্তের আগে সরকারের অনুমতি চাওয়ার অর্থ দাঁড়ায়, যে সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত হবে, তারই তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া। এই অনুমতি কখনও মিলে না। এটি কোনো নিরপেক্ষ তদারকি নয়; এটি দায়মুক্তির একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। অতএব গুমের অপরাধ স্বাধীনভাবে তদন্ত করার ক্ষমতা দিতে হবে, নাহলে আগের মতই আবার ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা দ্বারে দ্বারে অসহায় হয়ে ঘুরবে।

ফলে, দেশের স্বার্থে এবং ভুক্তভোগীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে, আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

সরকারের আপত্তি: নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্তে সরকারের পূর্বানুমতি লাগবে (ধারা ১৩(৯))।

জবাব: গত ১৫ বছরে গুমের শিকার পরিবারগুলো সরকারের কাছেই গেছে, কিন্তু ন্যায়বিচার পায়নি। উল্টো তাদেরকে বলা হয়েছে তারা মিথ্যে বলছে। তদন্তের আগে সরকারের অনুমতি চাওয়ার অর্থ দাঁড়ায়, যে সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত হবে, তারই তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া। এই অনুমতি কখনও মিলে না। এটি কোনো নিরপেক্ষ তদারকি নয়; এটি দায়মুক্তির একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। অতএব স্বাধীনভাবে তদন্ত করার ক্ষমতা দিতে হবে, নাহলে আগের মতই আবার ভুক্তভোগী পরিবাররা দ্বারে দ্বারে অসহায় হয়ে ঘুরবে।

সরকারের আপত্তি: জাতীয় নিরাপত্তার কারণে আটককে গুমের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিতে হবে (ধারা ৬)।

জবাব: এই অধ্যাদেশ নিবর্তনমূলক আটক নিষিদ্ধ করেনি। বিশেষ ক্ষমতা আইনের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ আছে। অধ্যাদেশের গুমের সংজ্ঞা শুধু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩(২) পুনরাবৃত্তি করেছে, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। সরকারের এই আপত্তি মানলে কমিটি সংবিধান-বিরোধী বিধান সুপারিশ করবে। দরকার হলে জাতীয় নিরাপত্তার মামলায় open Court এর বদলে বিশেষভাবে গঠিত বিচারিক সংস্থার সামনে হাজির করার বিধান করা যেতে পারে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচারিক কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এড়ানোর সুযোগ নেই।

৩. পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি lapse করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও গঠনের লক্ষ্যে প্রণীত বিধানসমূহ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ, দক্ষ এবং জবাবদিহিমূলক পুলিশ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী, কমিশনটি এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটে। এতে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, গ্রেড-১ পর্যায়ের একজন অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা (যিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন), একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মানবাধিকারকর্মী এবং গ্রেড-১ পর্যায়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই বহুমাত্রিক প্রতিনিধিত্ব কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর নিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবসম্মত করে তুলবে বলে আশা করা যায়।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বাছাই কমিটির সুপারিশকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একইসঙ্গে, কমিশনের সদস্যদের অপসারণের ক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণের অনুরূপ কঠোর ও নিরপেক্ষ পদ্ধতি অনুসরণের বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব বা অযোগ্য ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। পাশাপাশি কমিশন ক্ষমতাসীনদের প্রভাববলয় থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে, যা একটি কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য অপরিহার্য।

এই কমিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদি এই পদ্ধতির মাধ্যমে আইজিপি নিয়োগ দেওয়া হয়, তাহলে পুলিশ বাহিনী রাজনৈতিক

প্রভাবমুক্ত থেকে একটি পেশাদার ও নিরপেক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। এর ফলে পুলিশকে ক্ষমতাসীনদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা কমে যাবে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হবে। বিশেষ করে দমন-পীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে পুলিশ বাহিনীর অপব্যবহার রোধে এই ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়াও, নাগরিকদের অভিযোগ এবং পুলিশের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ বা সংক্ষোভ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বতন্ত্র ও কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ সহজেই পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারবে এবং সেগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে, পুলিশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পেশাগত অসন্তোষ নিরসনের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ফলে পুলিশ বাহিনীকে একটি দক্ষ, জবাবদিহিমূলক এবং আধুনিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

ফলে, দেশের স্বার্থে এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

৪. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি lapse করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় সংক্রান্ত এই অধ্যাদেশটি বিচার বিভাগের প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রধান বিচারপতিকে প্রশাসনিক প্রধান করে "সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়" নামে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠন করা হয়েছে, যা বিচার বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করে।

এই সচিবালয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো বিচার প্রশাসন পরিচালনায় সুপ্রিম কোর্টকে কার্যকর সহায়তা প্রদান করা। এর আওতায় অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব এই সচিবালয় পালন করবে। ফলে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব থেকে পৃথক করার যে সাংবিধানিক নীতি রয়েছে, তার একটি বাস্তব ও কার্যকর প্রতিফলন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

এছাড়া, অধস্তন আদালতের বিচারকদের পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা ও ছুটিসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এই সচিবালয়ের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এর ফলে নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে বিচারকদের ওপর যে

নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করা হতো, তার অবসান ঘটবে। বিচারকগণ আরও স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন, যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাশাপাশি, বিচার বিভাগের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, দক্ষ ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশের অধীনে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। যেমন—পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত কমিটি এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশন ইত্যাদি। এসব কাঠামোর মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন, তদারকি ও সংস্কার কার্যক্রম আরও সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হতে পারবে।

ফলে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকল্পে আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

৫. দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি lapse করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংশোধন সংক্রান্ত এই অধ্যাদেশটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, তদন্ত প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশেষভাবে, এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে দুদকের তদন্ত ও গোপন অনুসন্ধান ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে। এর ফলে দুর্নীতির মতো জটিল ও গোপনীয় অপরাধসমূহ উদ্ঘাটন এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আরও সহজ হবে।

এছাড়া, সরাসরি এজাহার দায়েরের নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে, যা দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার প্রাথমিক ধাপকে অনেক সহজ করেছে। পূর্বে মামলা দায়েরে যে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা ছিল, এই বিধানের মাধ্যমে তা হ্রাস পাবে এবং দ্রুত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে।

এই অধ্যাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিদেশে সংঘটিত অপরাধসহ গুরুতর আর্থিক অপরাধকে আইনের আওতায় আনা। এর ফলে দেশের বাইরে সংঘটিত অর্থপাচার বা অন্যান্য আর্থিক অপরাধ শনাক্ত ও অনুসরণ করা সহজ হবে, যা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এছাড়া, কমিশনের কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাছাই কমিটিকে বর্ধিত করা হয়েছে এবং কমিশনের সদস্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং কমিশনের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হবে।

সবশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল এবং সংসদীয় পর্যালোচনাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা কমিশনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে কমিশনের কাজের ওপর নিয়মিত নজরদারি থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানটি আরও গতিশীল ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারবে।

সার্বিকভাবে, এই অধ্যাদেশ দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ফলে, দেশের স্বার্থে, দূর্নীতি রোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

৬.সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি **lapse** করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত এই অধ্যাদেশে “সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল” নামে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এই কাউন্সিলে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারকবৃন্দ, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং একজন আইন বিষয়ের অধ্যাপক বা বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এর ফলে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং পেশাগত বিচক্ষণতার সমন্বয় ঘটবে, যা একটি গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

এই কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব হলো উচ্চ আদালতের বিচারক পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করা। এর মাধ্যমে বিচারক নিয়োগে ব্যক্তিনির্ভরতা বা অস্বচ্ছতার পরিবর্তে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি চালু হবে। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুসংহত হবে এবং জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উক্ত বিধানটি বিচার বিভাগকে আরও শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

অধ্যাদেশের ১০ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাউন্সিলের সুপারিশকৃত নামসমূহ প্রধান বিচারপতি সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির নিকট পরামর্শ হিসেবে প্রেরণ করবেন। সংবিধান অনুযায়ী বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার এখতিয়ার প্রধান বিচারপতির ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এই অধ্যাদেশ সেই সাংবিধানিক বিধানকে কোনোভাবে সীমিত করেনি; বরং তা একটি আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। ফলে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ, নিয়মতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হবে।

সার্বিকভাবে, এই অধ্যাদেশ বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আধুনিক, সুসংগঠিত এবং গ্রহণযোগ্য করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ফলে, দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও বিচারবিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা পূর্ণ স্থাপনের জন্য আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

৭. তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি lapse করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

তথ্য অধিকার সংশোধন সংক্রান্ত এই বিধানসমূহে সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ধারা ৬(১) অনুযায়ী, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম, অডিট প্রতিবেদন, চুক্তি এবং ব্যয়-সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য করতে হবে। ধারা ৬(৪) অনুযায়ী, গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যুক্তি, কারণ, প্রক্রিয়া ও কার্যবিবরণী প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া ধারা ৬(৫) অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রয়োজনে মুদ্রিত কপি সরবরাহের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, এসব সংশোধনী সরকারি কার্যক্রমকে অধিকতর উন্মুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে।

ফলে, দেশের স্বার্থে ও তথ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

৮. মাইক্রোফাইনান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৬

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি lapse করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

ইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত এই অধ্যাদেশে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংককে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত শর্ত ও যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুযোগ রাখা হয়েছে। ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হিসেবে ঋণগ্রহীতা, উদ্যোক্তা ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আইনের অধীনে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারবে, যা একটি অংশগ্রহণমূলক মালিকানা কাঠামো তৈরি করে।

ব্যাংকের পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড গঠনের বিধান রয়েছে, যেখানে ঋণগ্রহীতা ও অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই বোর্ডের ওপরই ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে, যদিও নীতিগত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকদের দায়িত্ব ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিকেও আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে পরিচালক অপসারণ, বোর্ড বিলুপ্তি বা ব্যাংক অবসায়নের ক্ষমতা রাখা হয়েছে, যা নির্ধারিত আইন ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য। তবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা মূলত তদারকিমূলক (supervisory) এবং ব্যাংকের দৈনন্দিন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালনা বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। এই কাঠামো একদিকে নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদারকি নিশ্চিত করে, অন্যদিকে ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার সুযোগ প্রদান করে।

ফলে, দেশের আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদ্র অর্থব্যবস্থার সুবিধা নাগরিকদের দোর গোড়ায় পৌছে দিতে আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

৯. রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ নিয়ে সরকার ও সরকারের বাইরে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সরকার এই অধ্যাদেশ পাশের বিষয়ে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে চাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশে রাজস্ব বোর্ড বিলুপ্ত করে পৃথক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিভাগ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিলুপ্ত হবে । এর স্থলে **“রাজস্ব নীতি বিভাগ”** ও **“রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ”** নামে দুটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা **অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে** পরিচালিত হবে।

রাজস্ব নীতি বিভাগ করনীতি প্রণয়ন, আইন সংশোধন, কর আরোপ ও হ্রাস-বৃদ্ধি, অব্যাহতি প্রদানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর ও শুল্ক আইন বাস্তবায়ন, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতা ও বিশেষায়ন বৃদ্ধি পেতে পারে।

ফলে, দেশের রাজস্ব সুনিয়ন্ত্রিত আহরণ ও দূর্নীতি বন্ধে আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

১০. ব্যাংক রেজুলেশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি lapse করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

তফসিলি ব্যাংকের আর্থিক সংকট যেমন মূলধন ঘাটতি, তারল্য সংকট, দেউলিয়াত্ব বা পদ্ধতিগত ঝুঁকি সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার জন্য **বাংলাদেশ ব্যাংক কে রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষ** হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রেজল্যুশনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং সেবা চালু রাখা, আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ, সরকারি সহায়তা কমানো এবং জনগণের আস্থা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

প্রয়োজন হলে ব্যাংকের প্রশাসক নিয়োগ, মূলধন বৃদ্ধি, শেয়ার, সম্পদ বা দায় হস্তান্তর, ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, দায় হ্রাস বা রূপান্তরের মতো বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে। কোনো লোকসনের ক্ষেত্রে দাবির অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং সুরক্ষিত আমানত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। এছাড়া ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল গঠন, আমানত সুরক্ষা তহবিল ব্যবহার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তার বিধানও রাখা হয়েছে। রেজল্যুশন ব্যর্থ হলে হাইকোর্টের আদেশে অবসায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এছাড়া, যারা প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল ব্যবহার করবে, তাদের দায়ী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সম্পদ ফেরত প্রদানে বাধ্য করা এবং শাস্তি ও জরিমানা আরোপ করার বিধান এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধারা ৭৭–৮৭ এর মাধ্যমে অবৈধভাবে ব্যাংকের তহবিল লুটপাট বা জনগণের অর্থ নষ্ট করার বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ফলে, দেশের স্বার্থে এবং আর্থিক খাতে অনিয়ম বন্ধে, আমরা অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

১১. জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশটি পাশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

অধ্যাদেশটি বর্তমান অবস্থায়, কোন পরিবর্তন ছাড়া পাশ করা হলে বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামীর মতো রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তানের হিসেবে বিদ্যমান থেকে

যাবে, যা কোন ভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। একই সাথে এই অধ্যাদেশের ধারা ২ এ বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সংজ্ঞা পরিবর্তনের দাবী রাখে।

উক্ত অধ্যাদেশটি যে আইনকে সংশোধন করেছে, তা ২০০২ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার প্রণয়ন করেছিল। সে সময় কোনো রাজনৈতিক দলকে হানাদার বাহিনীর সহযোগী সশস্ত্র অক্সিলিয়ারি ফোর্স হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০২২ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোনো সরকারই এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিগত ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ২০২২ সালে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলসমুহকে অক্সিলারী ফোর্স হিসেবে চিহ্নিত করে উপরোক্ত আইনকে সংশোধন করে। এরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কোন রাজনৈতিক দলকে সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করা ফ্যাসিবাদী বিভাজনের রাজনীতিকে সমর্থনেরই নামান্তর। যার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।

ফলে, দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ও সম্প্রীতির স্বার্থে, আমরা অধ্যাদেশটি পরিবর্তিত আঁকারে পাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি।

১২. গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫

সরকার পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশ-টি **lapse** করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নবর্ণিত কারনে অসম্মতি জ্ঞাপন করছি।

সরকার দাবি করেছে যে, আদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। আমাদের বক্তব্য হলো—সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে ‘আইন’-এর সংজ্ঞার মধ্যে রাষ্ট্রপতির আদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদেশটি রাষ্ট্রপতি তার সাংবিধানিক এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে জারি করেছেন কি না—এই প্রশ্নের নির্ধারণ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একমাত্র হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত আদেশকে এখতিয়ারবহির্ভূত ঘোষণা না করা পর্যন্ত, একে সে রূপে অভিহিত করা বা অমান্য করার কোনো আইনগত সুযোগ নেই।

১৩. জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০২ নং অধ্যাদেশ);উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৩ নং অধ্যাদেশ); স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ); স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৫ নং অধ্যাদেশ) সংক্রান্ত ৪টি অধ্যাদেশ, ২০২৪:

সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ এবং সুপ্রিম কোর্টের কুদরত-ই-ইলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ের আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে অনির্বাচিত প্রশাসক নিয়োগ সংবিধানবিরোধী ও বেআইনি। অতএব, উক্ত অধ্যাদেশসমূহ আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।